



রাজ্য

সম্পত্তি হাতানোর
অভিযোগ এবার

৯

বিনোদন

শনিবারের
রঙিন ভুবন

ক্লোডপত্র



৫-১! ইতিহাসে বিরাটরা

সিরিজে
বিরাটম্যাচ: ৬ ■ ইনিংস: ৬
অপরাজিত: ৩
মোট রান: ৫৫৮
সর্বোচ্চ: অপরাজিত ১৬০
গড়: ১৮৬.০০
স্ট্রাইক রেট: ৯৯.৪৬২০৮
একদিনের
আন্তর্জাতিকে
৩৫ সেঞ্চুরিসেঞ্চুরির পর।
ছবি: এএফপিসম্পত্তি বেচে দিতে
হবে পিএনবি-কে

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি

দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর পাসপোর্ট সাসপেন্ড করা হল জালিয়াত-রত্ন নীরব মোদি আর তাঁর মামা মেহুল চোকসির। গত মাসেই ওঁরা অবশ্য দেশ ছেড়েছেন। বিদেশ মন্ত্রক থেকে আজ জানানো হয়েছে, আপাতত ৪ সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে পাসপোর্ট। কেন পাসপোর্ট বাতিল করা হবে না, তার কারণ দর্শানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। জবাব না এলে ধরে নেওয়া হবে, ওদের উদ্ভর দেওয়ার কিছু নেই। তখন পাসপোর্ট বাতিলের পদক্ষেপ করা হবে। উল্লেখ্য, ইডি এবং সিবিআই থেকে পাসপোর্ট বাতিল করার আর্জি জানানো হয় বিদেশ মন্ত্রককে। নীরবকে ধরার ব্যাপারে সিবিআই সাহায্য চেয়েছে গীতাঞ্জলি গ্রুপের মালিক। তাঁর হদিশ জানার জন্যও সিবিআই ইন্টারপোলে 'ডিফিশন নোটিস' পাঠিয়েছে। দেশের নানা শহরে চলছে নীরব ও মেহুলের কারাবারের বিভিন্ন দপ্তরে তল্লাশি। উল্লেখ্য, বৃহত্তম ব্যাঙ্ক জালিয়াতির এই ঘটনায় নীরব, মেহুল ছাড়াও অভিযুক্ত নীরবের ভাই নিশাল এবং স্ত্রী অ্যামি। চারজনই দেশের বাইরে। এর মধ্যে আয়কর দপ্তরও নেমেছে কাজে। বিদেশে বেআইনি সম্পত্তি করার দায়ে আয়কর দপ্তর কালো টাকা বিরোধী নতুন আইনে অভিযোগ দায়ের করেছে। আটক করেছে নীরব ও তাঁর পরিবারের ২৯টি সম্পত্তি এবং ১০৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, বেজিং এবং ম্যাকাউয়ে নীরব মোদির কোম্পানির স্টোরগুলিতে লেনদেন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইডি।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অর্থাৎ পিএনবি থেকে জাল অঙ্গীকারপত্র (লেন্ডার অফ আন্ডারটেকিং) বের করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বৈদেশিক শাখা থেকে ১১,৫০০ কোটিরও বেশি টাকার ঋণ নিয়ে পালিয়েছেন হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদি। অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দায় চেপেছে এখন পিএনবি-র ওপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও সেরকমই নির্দেশ। চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ৩১ তারিখের মধ্যেই সে-সব মিটিয়ে ফেলা হবে বলে সরকারি কণ্ঠ আজ জানান। এর জন্য পিএনবি-কে বাড়তি কোনও মূলধন জোগানো হবে না। ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকেই টাকার সংস্থান হবে, এমনই জানানো হয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের সম্পদে হাত দিতে হচ্ছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কটিকে। বেচে দিতে হবে কিছু সম্পত্তি। ব্যাঙ্কের একটি সুদে খবর, ক্রত টেন্ডার ডেকে কিছু রিয়েল এস্টেট বিক্রির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে দিল্লির একটি বিশাল অফিস স্পেস, যেখান থেকে উঠে আসতে পারে ৫,০০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির হাল ফেরাতে মূলধন জোগানোর কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। সেই অনুযায়ী চলতি অর্থবর্ষেই পিএনবি-কে ৫,৪৭৩ কোটি টাকা দেওয়ার কথা। পিএনবি-র কিছু কর্মীকে হাত করেই এত বড় জালিয়াতিটা করতে পেয়েছেন নীরব মোদি। বুধবার ১০ জন কর্মীকে সাসপেন্ড করেছিল ব্যাঙ্ক। তার পর আরও ৮ জনকে সাসপেন্ড করা হল। এদের মধ্যে একজন জেনারেল মনোজার স্তরের অফিসারও আছেন। পিএনবি-র অঙ্গীকারপত্র দেবারে যে-সব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন নীরব, তার মধ্যে আছে বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক এসবিআই-ও। তাদের কাছ থেকে তোলা হয়েছে ১,৩৬০ কোটি টাকা। সেই ঋণের দায় মোতাবেক পিএনবি। আলাদা করে গীতাঞ্জলি জেমস-ও কিছু টাকা নিয়েছে। এসবিআইয়ের এক কর্তা জানান, সেই টাকার পরিমাণ বেশি নয়, আমরা তাই চিন্তিত নই। এদিকে, পিএনবি-র অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই আজ মেহুলের



নীরব মোদি

নিউ ইয়র্কে

তিনি পালতক? ইন্টারপোলের কাছে হদিশ চেয়েছে সিবিআই। হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদি আছেন নিউ ইয়র্কে। ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্ক সাউথ এলাকায় জে ডব্লু ম্যারিট গ্রুপের বিখ্যাত হোটেল এসেন্স হাউস। ৪৪ তলা উঁচু বাড়ি। এখানেই অ্যাপার্টমেন্টের মতো বিলাসবহুল একটি সুইটে আছেন নীরব মোদি। সঙ্গে স্ত্রী অ্যামি তো বটেই, মামা মেহুল চোকসিও নাকি রয়েছেন। যে সুইটে তিনি রয়েছেন, তার দৈনিক ভাড়া নাকি ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ টাকা। নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ে রয়েছে নীরবের একটি স্টোর। হোটেল থেকে হাটাথের দূরত্ব। একটি সংবাদ চ্যানেলের খবর, ১৪ তারিখ ভারতে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির খবর বেরোনার পর এই হোটেলও তৎপরতা বাড়ি। ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখা যায় অ্যামি মোদিকে। হোটেলের এক কর্মী বলেন, নীরব মোদিকে নিয়ে ভারতে খবর হতে পারে, এখানে তিনি নিরাপদ।

গীতাঞ্জলি গ্রুপের বিরুদ্ধে এই আইআর নথিভুক্ত করেছে। গত ১৩ তারিখের অভিযোগটিতে ৪,৮৮৬ কোটি টাকা লোকসানের কথা জানায় পিএনবি। সিবিআই আজ মুম্বই, পুনে, সুরাট, জয়পুর, হায়দরাবাদ এবং কোয়েম্বাটোরের ২০টি জায়গায় হানা দেয়ে। হানা দেয় গীতাঞ্জলির অফিস, শোরুম, ফ্যাক্টরি, ডিরেক্টরদের বাড়িও।

কথা হচ্ছে এখন, নীরব মোদি এবং তাঁর সাকরদেরের কাছ থেকে আদায় করা টাকায় কত দিনে পিএনবি-র ক্ষতি পোষানো হবে? গতকাল মুম্বই, দিল্লি-সহ নানা জায়গায় মোদির বাড়ি ও শোরুমে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। আটক করা হয়েছে ৫,১০০ কোটি টাকার হীরে, সোনার গয়না ইত্যাদি। আজ সকালে আবার মুম্বইয়ের শোরুমে হানা দেয় ইডি। ইডি-র এক কর্তা জানান, যত সম্পদ আটক করা হয়েছে তার মূল্য জালিয়াতি করে ঋণ নেওয়া টাকার অর্ধেক। আমাদের তল্লাশি চলবে, যাতে পুরোটাই আদায় করা যায়। এদিকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর দীনেশ দুবে আজ বলেন, এই জালিয়াতিটা শুরু হয়েছিল ইউপিএ জমানায়। চলতি জমানায় তা বেড়ে যায় ১০ থেকে ৫০ গুণ। দুবে জানান, ২০১৩ সালে গীতাঞ্জলি জেমস-কে ঋণ দেওয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ আসে। তিনি রাজি হননি। ইস্তফা দেন পদ থেকে।

শিক্ষা নিন,
মমতার
কড়া চিঠি
জেটলিকে

আজকালের প্রতিবেদন

হীরের ব্যবসায়ী নীরব মোদির ব্যাঙ্ক প্রতারণার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি ফের এফআরডিআই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে চিঠি দিলেন। বলেছেন নীরব মোদির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে। এই প্রতারণা থেকে পরিষ্কার, কেন্দ্রীয় সরকার এফআরডিআই বিল কার্যকর করলে ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু তাই নয়, ১১ হাজার কোটির প্রতারণায় সাধারণ আমানতকারীদের যে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত, তার সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্নিচ্ছ থেকে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, 'আমার সরকার দেশের আমজনতার কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এরকম কোনও কাজ আমি সমর্থন করব না। এই এফআরডিআই বিল সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী বলেই মনে করি। তাই এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করা হচ্ছে।' ২০১৭-র ১৬ ডিসেম্বর এই বিলের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে ১৮-র জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় অর্থ রাষ্ট্রমন্ত্রী পি রাধাকৃষ্ণন চিঠিতে জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবিত বিলটি ব্যাঙ্ক গচ্ছিত আমানতকারীদের টাকা আরও সুরক্ষিত করবে। শুধু তাই নয়, এই বিল যে-কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি কখনও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়, তা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য একেবারেই সমর্থন করছেন না। তিনি মনে করেন, আমানতকারীদের কঠোর শ্রমের টাকা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই বিল কার্যকরী হলে যারা বড় অঙ্কের অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে আর ফেরত দেননি, তাদের স্বার্থই সুরক্ষিত হবে। নীরব মোদির নাম না করে ১১ হাজার কোটির প্রতারণার ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের ঋণখেলোাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই আশু প্রয়োজন। সেই কারণেই এফআরডিআই বিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করে নিক। প্রসঙ্গত, এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী ফের একবার এফআরডিআই বিলের ভয়ঙ্কর দিকগুলি তুলে ধরেছেন। সেগুলি হল: ১) এই বিল কার্যকর হলে যে-কোনও আমানতকারীর টাকা ব্যাঙ্ক চাইলেই ইস্যুটি শেয়ারে বদলে দিতে পারে, আমানতকারীর সঙ্গে কথা না বলেই। ২) আমানতকারীর টাকা জমা রাখার পদ্ধতিরও পরিবর্তন হতে পারে। সুদের হারেরও পরিবর্তন হতে পারে। ৩) টাকা ম্যাচিওর হওয়ার আগে আমানতকারীকে সেই টাকা তুলে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে ব্যাঙ্ক। ৪) গ্রাহকের ফিল্ড ডিপোজিট ম্যাচিওর হওয়ার পরেও ব্যাঙ্ক সুদ না-ও দিতে পারে। সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের ওপরই নির্ভর করে থাকেন, এই বিল কার্যকর হলে এই ভরসা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাহুলের
'স্টিয়ারিং'

দীপঙ্কর নন্দী

দলের সভাপতি হওয়ার পর সাংগঠনিক বিষয়ে রাহুল গান্ধী একটি বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির জায়গায় তিনি তৈরি করলেন স্টিয়ারিং কমিটি। দীর্ঘ দিন ধরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটি কাজ করে এসেছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই কমিটি। কংগ্রেস দলে এই ওয়ার্কিং কমিটিই ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। প্রবীণ এবং নবীনদের তিন জায়গা করে দিয়েছেন এই স্টিয়ারিং কমিটিতে। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনার্দন ধিবেদী এই স্টিয়ারিং কমিটি ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে এই কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির পরিবর্তে কাজ করবে। এই কমিটিতে নামের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। শনিবার এআইসিসি অফিসে এই কমিটির প্রথম বৈঠক বিকেল ৪টায়। কমিটিতে যারা যারা এলেন তাঁরা হলেন রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, ড. মনমোহন সিং, এ কে অ্যান্টনি, আহমেদ পাটেল, অম্বিকা সোনি, বি কে হরিশ্রাস্ত, ড. সি পি যোশি, দিশিভয় সিং, হেমপ্রভা শইকিয়া, জনার্দন ধিবেদী, গুলাম নবী আজাদ, কমল নাথ, মোহন প্রকাশ,

● এরপর ১১ পাতায়

কেন্দ্রের সমালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী

কৃষক ঋণ পায় না, কিছু
লোক লোপাট করছে!

সোমনাথ নন্দী

ঝাড়গ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি

‘কৃষকরা ঋণ পাচ্ছেন না। অথচ এমন লোককে ঋণ দিচ্ছে, যারা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে।’ শুক্রবার ঝাড়গ্রামে পিএনবি-কাণ্ড নিয়ে ফের এভাবেই সর্ববয়স্ক মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে তুলেছেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা নিয়েও।

টুইটারেও মুখ্যমন্ত্রী ব্যাঙ্ক জালিয়াতি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এদিন ঝাড়গ্রাম পুলিশ সূপারের সভায় তিনি বলেছেন, ‘জঙ্গলমহলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আরও মজবুত হোক। গরিবের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। যারা ঋণের টাকা শোখ করেন, তাঁরাই উপেক্ষিত। কিছু কিছু লোক ঋণ দিচ্ছে। আবার তাঁরাই লোপাট করছে। কৃষিঋণ দেয় না আর ওদের ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক কৃষককে ঋণ দিচ্ছে না, ঋণিষ্ঠর গোষ্ঠীকে ঋণ দিচ্ছে না, এমন লোককে ঋণ দিচ্ছে যারা শোখ করছে না।’ ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল সফরের এদিন ছিল দ্বিতীয় দিন। উন্নয়ন বিষয়ক পর্যালোচনা বৈঠক ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। ঋণ পেতে কৃষকদের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি টুইটে অভিযোগ করেন, ঋণিষ্ঠর গোষ্ঠী, যারা ছোট ব্যবসা চালায় এবং অন্য মানুষরা



ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী। ছবি: সোমনাথ নন্দী

ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ কিছু মানুষকে হাজার-কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। এমন প্রতারণ কেন? যাদের কিয়ান ক্রেডিট কার্ড রয়েছে এবং ঋণ পাওয়ার অধিকারী, তাদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। আর কিছু

‘ভিআইপি’ ব্যাঙ্কগ্রাহক দেশকে লুটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবারও মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। এদিনের বৈঠকে জেলার জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, শীর্ষ

আধিকারিক এবং পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি কৃষি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা ঠিকমতো ঋণ পাচ্ছেন না। বিষয়টি জেনে ● এরপর ১১ পাতায়

আবার আসিব আমি
বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে...কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিবসে
শ্রদ্ধার্ঘ্যমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-382(9)/2018